পাতাবাহার

বাংলা। চতুর্থ শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষা-দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

সত্যমেব জয়তে

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

বিদ্যালয় শিক্ষা-দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, note, meaning, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
পঞ্চম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদ-এর কথা

নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী চতুর্থ শ্রেণির বাংলা বই প্রকাশিত হলো। মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' তৈরি করেন। এই কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলিকে সমীক্ষা এবং পুনর্বিবেচনা করার। সেই কমিটির সুপারিশ মেনে বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯-এই নথিদুটিকে অনুসরণ করে নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মাণ করা হয়েছে। সেই কারণেই প্রতিটি বই একটি বিশেষ ভাবমূল (Theme)-কে কেন্দ্রে রেখে বিন্যস্ত করা হলো। প্রথাগত অনুশীলনীর বদলে হাতে কলমে কাজ (Activity)-এর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বইটিকে শিশুকেন্দ্রিক এবং মনোগ্রাহী করে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ বইটি প্রস্তুত করতে প্রভূত শ্রম অর্পণ করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

বইয়ের শেষে 'শিখন পরামর্শ' অংশে বইটি কীভাবে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে হবে সেবিষয়ে সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত পাঠ্যবই প্রকাশ করে সরকার-অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করে। এই প্রকল্প রূপায়ণে নানাভাবে সহায়তা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন। বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী মানুষের মতামত আর পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৭

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি-কে ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক - এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছি।

প্রতিটি শ্রেণির 'বাংলা' বইয়েরই কেন্দ্রে রয়েছে একটি বিশেষ ভাবমূল (Theme)। চতুর্থ শ্রেণির 'বাংলা' বইয়ের কেন্দ্রীয় ভাবমূল 'রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ও খেলার জগৎ'। বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষায় সামর্থ্য অর্জনের দিকটিকে যেমন আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছি, তার সঙ্গে কৃত্যালি-নির্ভর অনুশীলন, সংগীত, ছবি আঁকা, অভিনয়, হাতের কাজ প্রভৃতি আনন্দময় উপকরণকেও সংযোজিত করা হয়েছে। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, '...বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। ... আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে ফললাভ করে।' আমরা এই বক্তব্যকে মান্য করে বইটি প্রস্তুত করেছি।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন,পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভৃত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রাথমিক স্তরের বাংলা বইগুলি 'পাতাবাহার' পর্যায়ের অন্তর্গত। 'পাতাবাহার চতুর্থ শ্রেণি' বইটির শেষাংশে শিখন পরামর্শ সংযোজিত হলো। বইটি শিক্ষার্থীদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৭

নিবেদিতা ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

রত্না চক্রবর্তী বাগচী (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা মিথুন নারায়ণ বসু

অপূর্ব সাহা স্বাতী চক্রবর্তী ইলোরা ঘোষ মির্জা

সহযোগিতা

মণিকণা মুখোপাধ্যায় দেবযানী দাস দেবলীনা ভট্টাচার্য মৃণাল মণ্ডল

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল দীপ্তেন্দু বিশ্বাস অনুপম দত্ত পিনাকী দে

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

হিরণ লাইব্রেরি

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা

জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

বিদ্যাসাগর পত্রপত্রিকা সংগ্রহশালা, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন

সূচিপত্র

প্রথম পাঠ

পৃষ্ঠা ১

সবার আমি ছাত্র
সুনির্মল বসু

নরহরি দাস
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

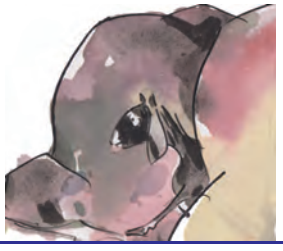

কোথাও আমার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় পাঠ

পৃষ্ঠা ১৫

তোত্তো-চানের
অ্যাডভেঞ্চার
তেৎসুকো কুরোয়ানাগি

বনভোজন
গোলাম মোস্তাফা

ছেলেবেলার
দিনগুলি
পুণ্যলতা চক্রবর্তী

তৃতীয় পাঠ

পৃষ্ঠা ৩৬

মালগাড়ি
প্রেমেন্দ্র মিত্র

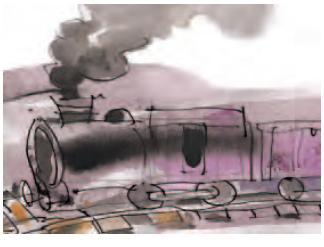

বনের খবর
প্রমদারঞ্জন রায়

মিলিয়ে পড়ো : দু-চাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

বিচিত্র সাধ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চতুর্থ পাঠ

পৃষ্ঠা ৫৬

আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

মিলিয়ে পড়ো :
সত্যি চাওয়া —নরেশ গুহ

আমি সাগর পাড়ি দেবো
কাজী নজরুল ইসলাম

দক্ষিণমেরু অভিযান
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মিলিয়ে পড়ো :
বহুদিন ধরে — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পঞ্চম পাঠ

পৃষ্ঠা ৭৮

আলো
লীলা মজুমদার

বর্ষার প্রার্থনা

ষষ্ঠ পাঠ

পৃষ্ঠা ৯০

অ্যাডভেঞ্চার বর্ষায়
মণীন্দ্র গুপ্ত

সুবিনয় রায়চৌধুরী

ছবির ধাঁধা

খরবায়ু বয় বেগে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

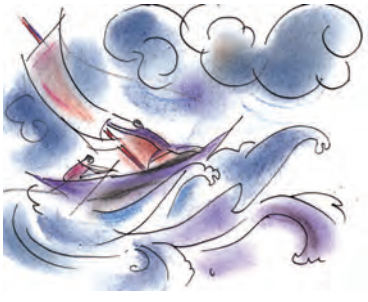

আমার মা–র বাপের বাড়ি
রাণী চন্দ

মিলিয়ে পড়ো :
নদীপথে — অতুল গুপ্ত

দূরের পাল্লা
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সপ্তম পাঠ

পৃষ্ঠা ১২৩

বাঘা যতীন
পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আদর্শ ছেলে
কুসুমকুমারী দাশ

উঠো গো ভারতলক্ষ্মী
অতুলপ্রসাদ সেন

অষ্টম পাঠ

পৃষ্ঠা ১৩৬

যতীনের জুতো
সুকুমার রায়

মিলিয়ে পড়ো: হেঁয়ালি নাট্য — সুকুমার রায়

নইলে
অজিত দত্ত

নবম পাঠ

পৃষ্ঠা ১৫০

ঘুম পাড়ানি ছড়া
স্বপন বুড়ো

মায়াদ্বীপ
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ঘুম ভাঙানি
মোহিতলাল মজুমদার

শিখন পরামর্শ
পৃষ্ঠা : ১৬৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

সবার আমি ছাত্র

সুনির্মল বসু

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাইরে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাইরে।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান
হই যেন ভাই মৌন মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে
দিলখোলা হই তাইরে।

সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়
আপন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখাল হাসতে মিঠে,
মধুর কথা বলতে।
ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর,
অন্তর হোক রত্নআকর ;
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম
আপন বেগে চলতে।

মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হতে
পাষাণ দিল দীক্ষা।
ঝরনা তাহার সহজ গানে
গান জাগাল আমার প্রাণে,
শ্যামবনানী সরসতা
আমায় দিল ভিক্ষা।

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর,
সবার আমি ছাত্র,
নানান ভাবের নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়
পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায়
শিখছি সে সব কৌতূহলে
সন্দেহ নাই মাত্র।

হা
তে
ক
ল
মে

সুনির্মল বসু (১৯০২—১৯৫৭) : বিহারের গিরিডিতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রধানত ছোটোদের জন্য তিনি ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি লিখেছেন। ছবি আঁকাতেও তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। তাঁর লেখা বইগুলি হলো — *ছানাবড়া, ছন্দের টুংটাং, বীর শিকারি, বেড়ে মজা, হইচই, কথাশেখা* ইত্যাদি। তিনি ১৯৫৬ সালে 'ভুবনেশ্বরী পদক' পেয়েছিলেন।

১. সুনির্মল বসুর লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

২. তিনি ১৯৫৬ সালে কী পদক পেয়েছিলেন?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :**

৩.১ কার উপদেশে কবি দিলখোলা হন?

৩.২ পাষাণ কবিকে কী শিক্ষা দিয়েছিল?

৩.৩ কবি কার কাছ থেকে কী ভিক্ষা পেলেন?

৩.৪ কে কবিকে মধুর কথা বলতে শেখাল?

৩.৫ নদীর কাছ থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায়?

৪. **সন্ধি করে লেখো :**

রত্ন + আকর =   মেঘ + আলোক =   কমলা + আসনা =

৫. **সমার্থক শব্দ লেখো :**

চাঁদ, সূর্য, পাহাড়, বায়ু, নদী, পৃথিবী, সাগর

শব্দার্থ : কর্মী --- কাজে দক্ষ। মৌন --- নীরব। দিলখোলা --- উদারমনা। মন্ত্রণা --- পরামর্শ। ইঙ্গিত --- ইশারা। রত্নআকর --- রত্নের খনি, সমুদ্র। সহিষ্ণুতা --- ধৈর্য, সহ্যক্ষমতা। পাষাণ — পাথর। দীক্ষা — মন্ত্রগ্রহণ। শ্যামবনানী — সবুজ অরণ্য। পাঠ্য — পাঠের উপযোগী।

৬. **বাক্যরচনা করো :**

উদার, মহান, মন্ত্রণা, শিক্ষা, সহিষ্ণুতা, সন্দেহ, কৌতূহল, ঝরনা।

৭. **নীচের বিশেষণ শব্দগুলির বিশেষ্য রূপ লেখো :**

কর্মী, মৌন, মধুর, কঠোর, বিরাট।

৮. **নীচের বিশেষ্য শব্দগুলির বিশেষণ রূপ লেখো :**

শিক্ষা, মন্ত্র, বায়ু, মাঠ, তেজ।

৯. **কবিতা থেকে সর্বনাম শব্দগুলি খুঁজে নিয়ে লেখো:** (অন্তত ৫ টি)

১০. **গদ্যরূপ লেখো :**

১০.১ 'কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাইরে।'

১০.২ 'সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয় আপন তেজে জ্বলতে।'

১০.৩ 'ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর, অন্তর হোক রত্নআকর ;'

১০.৪ 'শ্যামবনানী সরসতা আমায় দিল ভিক্ষা।'

১০.৫ 'শিখছি সে সব কৌতূহলে সন্দেহ নাই মাত্র।'

১১. 'বিশ্বজোড়া পাঠশালা' বলতে কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে?

১২. **প্রকৃতির কার কাছ থেকে আমরা কীরূপ শিক্ষা পেতে পারি লেখো :**

১ আকাশ	
২ বাতাস	
৩ পাহাড়	
৪ খোলামাঠ	
৫ সূর্য	
৬ চাঁদ	

১৩. প্রকৃতির আরও কিছু উপাদানের কথা তুমি লেখো আর তাদের থেকে কী শিক্ষা তুমি নিতে পারো তা উল্লেখ করো।

১৪. **এমন একজন মানুষের কথা লেখো যার কাছ থেকে অহরহ তুমি অনেক কিছু শেখো :**

নরহরি দাস

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

যেখানে মাঠের পাশে বন আছে, আর বনের ধারে মস্ত পাহাড় আছে, সেইখানের একটা গর্তের ভিতরে একটা ছাগলছানা থাকত। সে তখনও বড়ো হয়নি, তাই গর্তের বাইরে যেতে পেত না। বাইরে যেতে চাইলে তার মা বলত, 'যাসনে! ভালুকে ধরবে, বাঘে নিয়ে যাবে, সিংহে খেয়ে ফেলবে!' তা শুনে তার ভয় হতো, আর সে চুপ করে গর্তের ভিতরে বসে থাকত। তারপর সে একটু বড়ো হলো, তার ভয়ও কমে গেল। তখন তার মা বাইরে চলে গেলেই সে গর্তের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখত। শেষে একদিন একেবারে গর্তের বাইরে চলে এল।

সেইখানে এক মস্ত ষাঁড় ঘাস খাচ্ছিল। ছাগলছানা আর এত বড়ো জন্তু কখনও দেখেনি। কিন্তু তার শিং দেখেই সে মনে করে নিল, ওটাও ছাগল, খুব ভালো জিনিস খেয়ে এত বড়ো হয়েছে। তাই সে ষাঁড়ের কাছে গিয়ে জিগগেস করল, 'হ্যাঁগা, তুমি কী খাও?'

ষাঁড় বললে, 'আমি ঘাস খাই।'

ছাগলছানা বললে, 'ঘাস তো আমার মাও খায় সে তো তোমার মতো এত বড়ো হয়নি।'

ষাঁড় বললে, 'আমি তোমার মায়ের চেয়ে ঢের ভালো ঘাস অনেক বেশি করে খাই।'

ছাগলছানা বললে, 'সে ঘাস কোথায়?'

ষাঁড় বললে, 'ওই বনের ভিতরে।'

ছাগলছানা বললে, 'আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে।' একথা শুনে ষাঁড় তাকে নিয়ে গেল।

সেই বনের ভিতরে খুব চমৎকার ঘাস ছিল। ছাগলছানার পেটে যত ঘাস ধরল, সে তত ঘাস খেল।

খেয়ে তার পেট এমন ভারী হলো যে, সে আর চলতে পারে না।

সন্ধে হলে ষাঁড় এসে বলল, 'এখন চলো বাড়ি যাই।'

কিন্তু ছাগলছানা কী করে বাড়ি যাবে? সে চলতেই পারে না।

তাই সে বললে, 'তুমি যাও, আমি কাল যাব।'

তখন ষাঁড় চলে গেল। ছাগলছানা একটি গর্ত দেখতে পেয়ে তার ভিতরে ঢুকে রইল।

সেই গর্তটা ছিল এক শিয়ালের। সে তার মামা বাঘের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল। অনেক রাত্রে ফিরে এসে দেখে, তার গর্তের ভিতর কীরকম একটা জন্তু ঢুকে রয়েছে। ছাগলছানাটা কালো ছিল, তাই শিয়াল অন্ধকারের ভিতর ভালো করে দেখতে পেল না। সে ভাবল বুঝি রাক্ষস-টাক্ষস হবে।

এটা মনে করে সে ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'গর্তের ভিতর কে ও?'

ছাগলছানাটা ভারি বুদ্ধিমান ছিল, সে বললে —

লম্বা লম্বা দাড়ি
ঘন ঘন নাড়ি।
সিংহের মামা আমি নরহরি দাস
পঞ্চাশ বাঘে মোর এক-এক গ্রাস!

শুনেই তো শিয়াল 'বাবা গো!' বলে সেখান থেকে দে ছুট! এমন ছুট দিল যে একেবারে বাঘের

ওখানে গিয়ে তবে সে নিশ্বাস ফেললে।

বাঘ তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কী ভাগনে, এই গেলে, আবার এখুনি এত ব্যস্ত হয়ে ফিরলে যে?'

শিয়াল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'মামা, সর্বনাশ তো হয়েছে, আমার গর্তে এক নরহরি দাস এসেছে। সে বলে কিনা যে পঞ্চাশ বাঘে তার এক গ্রাস!'

তা শুনে বাঘ ভয়ানক রেগে বললে, 'বটে, তার এত বড়ো আস্পর্ধা! চলো তো ভাগ্নে! তাকে দেখাব কেমন পঞ্চাশ বাঘ তার এক গ্রাস!'

শিয়াল বললে, 'আমি আর সেখানে যেতে পারব না, আমি সেখানে গেলে যদি সেটা হাঁ করে আমাদের খেতে আসে, তাহলে তুমি তো দুই লাফেই পালাবে। আমি তো তেমন ছুটতে পারব না, আর সে বেটা আমাকেই ধরে খাবে।'

বাঘ বললে, 'তাও কী হয়? আমি কখনও তোমাকে ফেলে পালাব না।'

শিয়াল বললে, 'তবে আমাকে তোমার লেজের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলো।'

তখন বাঘ তো শিয়ালকে বেশ করে লেজের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে, আর শিয়াল ভাবছে, 'এবারে আর বাঘমামা আমাকে ফেলে পালাতে পারবে না।

এমনি করে তারা দুজনে শিয়ালের গর্তের কাছে এল। ছাগলছানা দূর থেকেই তাদের দেখতে পেয়ে শিয়ালকে বললে —

দূর হতভাগা! তোকে দিলুম দশ বাঘের কড়ি
এক বাঘ নিয়ে এলি লেজে দিয়ে দড়ি!

শুনেই তো ভয়ে বাঘের প্রাণ উড়ে গিয়েছে। সে ভাবলে যে, নিশ্চয় শিয়াল তাকে ফাঁকি দিয়ে নরহরি দাসকে খেতে দেওয়ার জন্য এনেছে। তারপর সে কী আর সেখানে দাঁড়ায়! সে পঁচিশ হাত লম্বা এক-এক লাফ দিয়ে শিয়ালকে সুদ্ধ নিয়ে পালাল। শিয়াল বেচারা মাটিতে আছাড় খেয়ে, কাঁটার আঁচড় খেয়ে, ক্ষেতের আলে ঠোক্কর খেয়ে একেবারে যায় আর কী! শিয়াল চেঁচিয়ে বললে, 'মামা, আল মামা আল!' তা শুনে বাঘ ভাবে বুঝি সেই নরহরি দাস এল, তাই সে আরও বেশি করে ছোটে।

এমনি করে সারারাত ছুটোছুটি করে সারা হলো। সকালে ছাগলছানা বাড়ি ফিরে এল। শিয়ালের সেদিন ভারি সাজা হয়েছিল। সেই থেকে বাঘের উপর তার এমনি রাগ হলো যে, সে রাগ আর কিছুতেই গেল না।

হাতে কলমে

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩—১৯১৫) : বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক। *টুনটুনির বই, গুপী গাইন বাঘা বাইন, ছেলেদের রামায়ণ* ও *ছেলেদের মহাভারত* তাঁর লেখা জনপ্রিয় কয়েকটি বই। ১৯১৩ সালে ছোটোদের জন্য তিনি *সন্দেশ* পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি তিনি নিজের হাতে আঁকতেন। বাংলায় আধুনিক মুদ্রণশিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ বলা যায় তাঁকে। প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় তাঁর সুযোগ্য পুত্র।

১. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা তোমার প্রিয় একটি বইয়ের নাম লেখো।

২. তাঁর লেখা গল্প অবলম্বনে তৈরি কোন সিনেমা তুমি দেখেছ?

৩. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৩.১ ‘হ্যাঁগা, তুমি কী খাও?’ — ছাগলছানা ষাঁড়কে কী ভেবে এমন প্রশ্ন করেছিল?

৩.২ গল্পে বাঘ হলো শিয়ালের মামা, আর ‘নরহরি দাস’ নিজেকে কার মামা দাবি করল?

৩.৩ ছাগলছানা ষাঁড়ের সঙ্গে কেন বনে গিয়েছিল?

৩.৪ ছাগলছানা সেদিন রাতে কেন বাড়ি ফিরতে পারেনি?

৩.৫ অন্ধকারে শিয়াল ছাগলছানাকে কী মনে করেছিল?

৩.৬ বাঘ শিয়ালকে ফিরতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল কেন?

৩.৭ শিয়াল কোন্ শর্তে বাঘের সঙ্গে ফিরতে চেয়েছিল?

৩.৮ ছাগলের বুদ্ধির কাছে বাঘ কীভাবে হার মানল?

৪. **নীচের এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :**

য়া ন ভ ক, শ র্ব স না, ত রা রা সা, র ন্ধ অ কা, ম ণ নি ন্ত্র, না গ ল ছা ছা

৫. **নিজের ভাষায় বাক্য সম্পূর্ণ করো :**

৫.১ যেখানে মাঠের পাশে বন আছে _____।

৫.২ সেই বনের ভিতরে _____।

৫.৩ ছাগলছানাটা _____।

৫.৪ বাঘ শিয়ালকে _____।

৫.৫ বাঘ ভাবে _____।

৬. **একই অর্থের শব্দ পাশের শব্দঝুড়ি থেকে খুঁজে নিয়ে পাশাপাশি লেখো :**

বন, ছাগল, আশ্চর্য, সাজা, তৃণ

শব্দঝুড়ি
অবাক, ঘাস,
অজ, শাস্তি, জঙ্গল

৭. **বর্ণ বিশ্লেষণ করে নীচের ফাঁকা ঘরগুলি ভর্তি করো :**

পাহাড়	প্	+	আ	+	হ্	+		+				
মস্ত		+	অ	+	স্	+		+	অ			
সন্ধে	স্	+	অ	+	ন্	+		+				
অন্ধকার	অ	+	ন্	+		+	অ	+	ক্	+		+	
পঞ্চাশ		+	অ	+		+	চ্	+	আ	+	শ্	
আস্পর্ধা	আ	+		+	প্	+		+		+	ধ্	+	আ
ব্যস্ত		+		+	অ	+	স্	+	ত্	+	অ	
নিশ্বাস	ন্	+	ই	+		+		+		+	স্	

৮. **নীচের কথাগুলির মধ্যে কোন্‌টি বাক্য কোন্‌টি বাক্য নয় চিহ্নিত করো :**

(বাক্য হলে '✓' চিহ্ন দাও। বাক্য না হলে 'x' চিহ্ন দিয়ে শুদ্ধ করে লেখো)

মাঠের পাশেই বন	
তাও কি হয়	
নরহরি দাস এসে	
আমি সেখানে গেলে	
ছাগলছানা বাড়ি ফিরে এল	

৯. **এলোমেলো শব্দগুলিকে সাজিয়ে বাক্য তৈরি করো :**

৯.১ গর্তের থাকত একটা ভিতরে ছাগলছানা

৯.২ কড়ি বাঘের দশ দিলুম তোকে

৯.৩ কিছুতেই আর গেল রাগ সে না

৯.৪ লাফেই দুই তুমি তাহলে পালাবে তো

৯.৫ সারারাত সারা করে ছুটোছুটি এমনি করে এল

১০. বাক্যরচনা করো :

মস্ত, জন্তু, চমৎকার, বুদ্ধিমান, নিমন্ত্রণ।

১১. এলোমেলো ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে লেখো :

- ছাগলছানাটা ভারি বুদ্ধিমান ছিল, সে বললে, 'পঞ্চাশ বাঘে মোর এক-এক গ্রাস!'
- সকালে ছাগলছানা বাড়ি ফিরে এল।
- খেয়ে তার পেট এমন ভারী হলো যে, সে আর চলতে পারে না।
- সেদিন রাতে একটা গর্তের ভিতরে একটা ছাগলছানা থাকল।
- সে শুনে বাঘপঁচিশ হাত লম্বা এক - এক লাফ দিয়ে শিয়ালকে সুদ্ধ নিয়ে পালাল।
- একথা শুনে ষাঁড় তাকে নিয়ে বনে গেল।
- সেই গর্তটা ছিল এক শিয়ালের।
- বাঘ তো শিয়ালকে বেশ করে লেজের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে।
- ছাগলছানা ষাঁড়ের সঙ্গে বনে যেতে চাইল।
- শিয়াল ফিরে এসে গর্তের ভিতরে কে ঢুকেছে তা জানতে চাইল।
- শিয়াল গেল বাঘের কাছে নালিশ জানাতে।
- শিয়াল বাঘের সঙ্গেও সেই গর্তের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছিল।
- ছাগলছানা বলল — 'দূর হতভাগা! তোকে দিলুম দশ বাঘের কড়ি এক বাঘ নিয়ে এলি লেজে দিয়ে দড়ি!'

১২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো :

১২.১ এই গল্পে কাকে তোমার বুদ্ধিমান বলে মনে হয়েছে? তোমার এমন মনে হওয়ার কারণ কী?

১২.২ 'বুদ্ধি যার বল তার' — এই কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে এই গল্পে। এরকম অন্য কোনো গল্প তোমার জানা থাকলে লেখো।

১৩. গল্প থেকে অন্তত পাঁচটি সর্বনাম খুঁজে নিয়ে লেখো এবং সেগুলি ব্যবহার করে একটি করে বাক্য লেখো।

১৪. কারণ কী লেখো :

১৪.১ ছাগলছানা গর্তের বাইরে যেতে পেত না।

১৪.২ ষাঁড় এসে বলল, 'এখন চলো বাড়ি যাই।'

১৪.৩ সে (শিয়াল) ভাবল বুঝি রাক্ষস - টাক্ষস হবে।

১৪.৪ 'বাবা গো!' বলে সেখান থেকে (শিয়ালের) দে ছুট!

১৪.৫ বাঘ ভয়ানক রেগে বললে, 'বটে, তার এত বড়ো আস্পর্ধা!'

১৫. নীচের বাক্যগুলিতে কোন কোন ভাব প্রকাশ পেয়েছে তা লেখো :

(বিস্ময় / ইচ্ছা / প্রশ্ন / বিবেক / উপদেশ / পরামর্শ বা নির্দেশ / ভয়)

১৫.১ হ্যাঁগা, তুমি কী খাও ? ☐

১৫.২ আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে। ☐

১৫.৩ যাসনে ! ভালুকে ধরবে, বাঘে নিয়ে যাবে, সিংহে খেয়ে ফেলবে ! ☐

১৫.৪ এখন চলো বাড়ি যাই। ☐

১৫.৫ শুনেই তো শিয়াল, 'বাবা গো !' বলে সেখান থেকে দে ছুট। ☐

১৫.৬ 'কী ভাগনে, এই গেলে, আবার এখুনি এত ব্যস্ত হয়ে ফিরলে যে ?' ☐

১৬. গল্পটিতে কে কোন সময়ে কী করছিল তা লেখো:

ছাগলছানার মা	ছাগলছানা	ষাঁড়	শিয়াল	বাঘ

১৭. শক্তি, বুদ্ধি ও কাজের বিচারে বাঘ, শিয়াল ও ছাগলছানার আচরণ কেমন তা লেখো।

১৮. নিম্নলিখিত অংশে উপযুক্ত ছেদ ও যতিচিহ্ন বসাও :

খেয়ে তার পেট এমন ভারী হলো যে সে আর চলতে পারে না সন্ধে হলে ষাঁড় এসে বলল এখন চলো বাড়ি যাই কিন্তু ছাগলছানা কী করে বাড়ি যাবে সে চলতেই পারে না তাই সে বললে তুমি যাও আমি কাল যাব

১৯. নীচের শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : মস্ত, বাইরে, লম্বা, ব্যস্ত, নিশ্বাস, সর্বনাশ, দূর।

শব্দার্থ : চমৎকার—সুন্দর। রাক্ষস — দৈত্য। গ্রাস — হাত দিয়ে মুখে তোলা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য। আস্পর্ধা — স্পর্ধা শব্দের কথ্য রূপ, দম্ভ। কড়ি — বিনিময়ের মাধ্যম, একধরনের মুদ্রা, কপর্দক। ক্ষেত — জমি। আল — এক জমি থেকে তার পাশের জমিকে আলাদা করার জন্য নির্মিত ছোটো বাঁধ। ঠোক্কর — ধাক্কা, হোঁচট। সারা হলো—অস্থির হলো (এখানে)। সাজা — শাস্তি।

২০. এই গল্পে শিয়ালকে নাকাল হতে দেখা গেছে। তুমি আরও এমন দুটি গল্প সংগ্রহ করো যেখানে একটিতে শিয়াল তার বুদ্ধির জোরে জিতে গেছে এবং অন্যটিতে সে তা পারেনি।

২১. গল্পে কোন কোন প্রাণীর নাম খুঁজে পেলে ? এদের খাদ্য ও বাসস্থান এবং স্বভাব উল্লেখ করো।

২২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

২২.১ ছাগলছানার মা তাকে কীভাবে সাবধান করত ? তার ভয় কাটল কীভাবে ?

২২.২ বনে সন্ধে হয়ে এলে সেখানে কোন পরিস্থিতি তৈরি হলো ?

২২.৩ ছাগলছানাকে শিয়াল ভয় পেল কেন ?

২২.৪ বাঘের উপর শিয়ালের রাগ হওয়ার কারণ লেখো।

২৩. ছবির সঙ্গে মানানসই বাক্য লিখে গল্পটি সম্পূর্ণ করো :

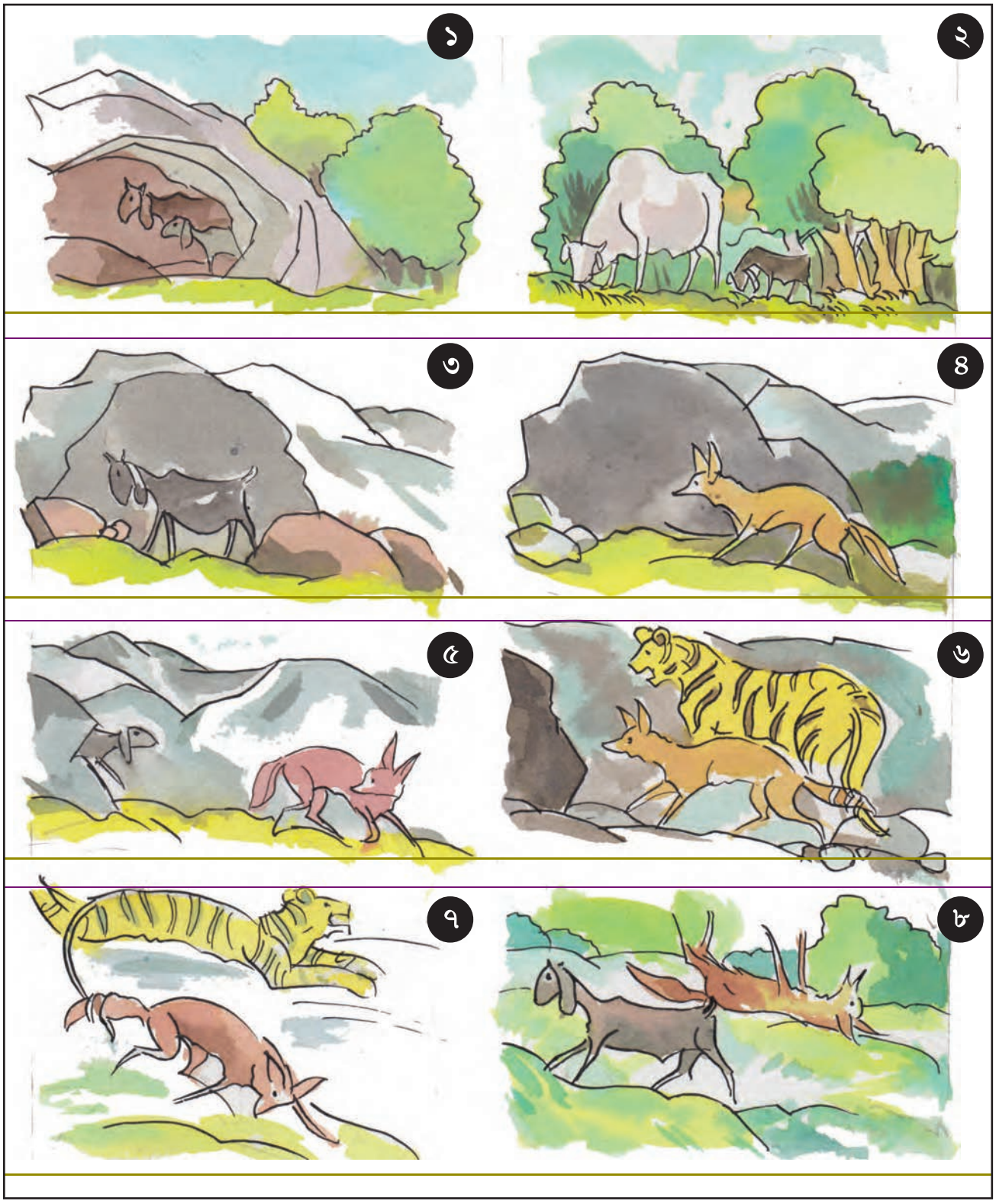

২৪. এখানে একটা খেলা দেওয়া হলো। দেখো তো এটা খেলতে ভালো লাগে কিনা। সাপ লুডোর মতো খেলা। লুডো খেলার মতন করেই খেলতে হবে। যেখানে বাঘের ছবি আঁকা আছে, সেখানে পড়লে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। প্রশ্নের জায়গায় পড়লে, প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়ে তবেই মই-এ করে উপরে ওঠা যাবে। শিয়ালের মুখে পড়লে পাঁচ ঘর পিছিয়ে যেতে হবে। যদি প্রশ্নের উত্তর কেউ না পারে তবে লুডোর ছক্কায় যত দান পড়বে সেই অনুযায়ী এগোবে।

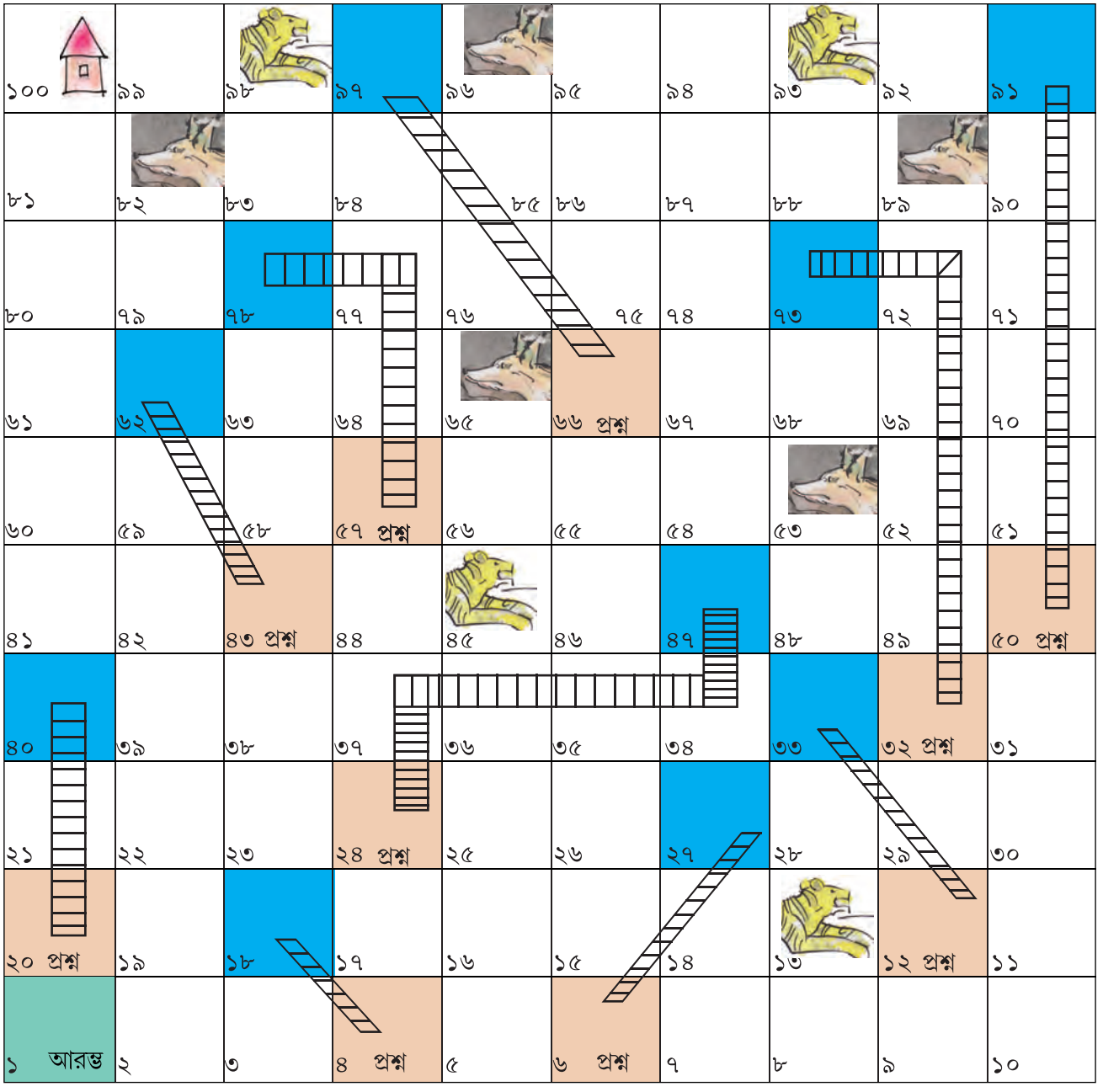

৪ নং ঘরের প্রশ্ন : বনের আর এক নাম
৬ নং ঘরের প্রশ্ন : বনের রাজা হলো
১২ নং ঘরের প্রশ্ন : যে পশু নাচতে জানে
২০ নং ঘরের প্রশ্ন : যার আরেক নাম অজ
২৪ নং ঘরের প্রশ্ন : ষাঁড় ছাড়া আরেক নিরামিষাশী প্রাণী হলো
৩২ নং ঘরের প্রশ্ন : পাহাড় শব্দটির সঙ্গে কোন শব্দটি মেলে
৪৩ নং ঘরের প্রশ্ন : যে কথা শুনে বাঘ ভাবল নরহরি দাস আসছে
৫০ নং ঘরের প্রশ্ন : গর্তে থাকে এমন একটি প্রাণীর নাম বলো
৫৭ নং ঘরের প্রশ্ন : 'কড়ি' শব্দটির অর্থ হলো
৬৬ নং ঘরের প্রশ্ন : 'সারা' শব্দটিকে দুটি অর্থে বাক্যে প্রয়োগ করে বলো

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে!
মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা মনে মনে।
তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপ-কথার,
পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপ-কথার—
পারুলবনের চম্পারে মোর হয় জানা মনে মনে॥
সূর্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলি মেঘে মেঘে আকাশ-কুসুম তুলি।
সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
আমি যাই ভেসে দূর দিশে—
পরির দেশে বন্ধ দুয়ার দিই হানা মনে মনে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : বাংলাভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার এবং সুরকার। তাঁর রচিত গানগুলি 'গীতিবতান' নামের বইতে কয়েক খণ্ডে বিধৃত রয়েছে। আর গানগুলির স্বরলিপি বিভিন্ন খণ্ডে রয়েছে 'স্বরবিতান' নামের বইয়ে।

তোত্তো-চানের অ্যাডভেঞ্চার

তেৎসুকো
কুরোয়ানাগি

স্কুলের হলঘরে তাঁবু খাটানোর দু-দিন পরে ঘটনাটা ঘটেছিল। সেদিন তোত্তো-চান ইয়াসুয়াকি-চানকে ওর গাছে ওঠার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল, সে কথা দুজনের মা-বাবা কেউই জানতেন না।

তোমোই-তে সবার একটা করে গাছ ছিল। মানে, স্কুল চত্বরে যে গাছগুলো ছিল, ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকে তার একটা করে দখল করে নিয়েছিল। সবাই যে যার নিজের গাছে চড়ত। তোত্তো-চানের গাছটা ছিল বেড়ার কাছে, যে রাস্তাটা কুহনবুৎসুর দিকে চলে গেছে ঠিক তার ধারে। বেশ বড়ো একটা গাছ, গাছের গা-টা পিছল, কিন্তু তুমি যদি একটু কায়দা করে একবার উঠে পড়তে পারো, তাহলে দেখবে মাটি থেকে ছ-ফুট উঁচুতে একটা ডাল এমনভাবে ভাগ হয়ে গেছে যে তার উপরে চড়লে বেশ একটা দড়ির দোলনায় চেপেছি বলে মনে হবে। সেখানে উঠে তোত্তো-চান প্রায়ই টিফিনের সময় বা ছুটির পরে নীচের লোকজন আর উপরের আকাশটাকে দেখত।

ছেলেমেয়েরা মনে করত গাছগুলো তাদের নিজেদের সম্পত্তি, ফলে কেউ যদি আর কারো গাছে চড়তে চাইত, তাহলে তাকে গিয়ে বিনীতভাবে বলতে হতো, 'আমি কি একটু ভিতরে আসতে পারি?'

ইয়াসুয়াকি-চানের পোলিয়োর জন্য পায়ে অসুবিধে ছিল বলে ওর কোনো নিজস্ব গাছ ছিল না। সেজন্যেই তোত্তো-চান ওকে ওর গাছে নেমন্তন্ন করেছিল। এই কথাটা অবশ্য ওরা আর কাউকে বলেনি, কারণ শুনলেই সবাই খুব ঝামেলা করবে, তা ওরা জানত।

বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তোত্তো-চান মা-কে বলেছিল, ডেনেনচফুতে ইয়াসুয়াকি-চানের বাড়িতে যাচ্ছে। মিছে কথা বলেছিল বলে ও মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। তাই ও জুতোর ফিতের দিকে

তাকিয়ে ছিল। কিন্তু রকি তো যথারীতি ওর পিছনে পিছনে স্টেশন পর্যন্ত এসেছিল। তখন ট্রেনে চাপার আগে তোত্তো-চান রকিকে সত্যি কথাটা বলে দিয়েছিল, 'দ্যাখ, আমি স্কুলে যাচ্ছি ইয়াসুয়াকি-চানকে আমার গাছে চড়ার নেমন্তন্ন করেছি বলে!'

গলায় টিকিটটা ঝুলিয়ে তোত্তো-চান স্কুলে গিয়ে দেখল ইয়াসুয়াকি-চান ফুলগাছগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এমনিতে কেউ কোথাও নেই, গ্রীষ্মের ছুটি চলছিল তো তাই। ইয়াসুয়াকি-চান তোত্তো-চানের থেকে বয়সে সামান্যই বড়ো ছিল, কিন্তু ওর কথা শুনে মনে হতো ও বুঝি অনেকটা বড়ো।

তোত্তো-চানকে দেখামাত্র ইয়াসুয়াকি-চান তাড়াহুড়ো করে পা-টা টেনে টেনে, হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে এল। ওরা যে লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু একটা করতে চলেছে এটা ভাবতেই তোত্তো-চানের খুব হাসি পেল। ইয়াসুয়াকি-চানও হি হি করে হাসতে থাকল। ইয়াসুয়াকি-চানকে নিয়ে তোত্তো-চান ওর গাছের দিকে এগিয়ে গেল, তারপর ছুট দিল দারোয়ানের ঘর থেকে একটা মই নিয়ে আসবার জন্য। এ রকমই ও ভেবে রেখেছিল গত রাত থেকে। মইটা নিয়ে এসে ও গাছের গায়ে এমনভাবে ঠেকিয়ে রাখল যাতে মইয়ের মাথাটা সেই ভাগ-হওয়া ডালটাকে ছুঁতে পারে। এবার নিজে তরতর করে উঠে গিয়ে মইয়ের মাথাটা দু-হাত দিয়ে ধরে রেখে ইয়াসুয়াকি-চানকে বলে উঠল, 'এবারে চলে এসো তুমি। ওঠার চেষ্টা করো!'

ইয়াসুয়াকি-চানের হাতে পায়ে এতই কম জোর ছিল যে মইয়ের প্রথম ধাপটাও বিনা সাহায্যে ওঠা ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তোত্তো-চান পিছন ফিরে নেমে এল, এসে ইয়াসুয়াকি-চানকে নীচ থেকে ঠেলে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বেচারা তো নিজেই ছোটোখাটো রোগা একটা মানুষ, ও কী অতশত পারে? মইটাকেই সোজা করে রাখা যাচ্ছিল না, ইয়াসুয়াকি-চানকে তো দূরের কথা। ইয়াসুয়াকি-চান মইয়ের প্রথম ধাপ থেকে পা নামিয়ে চুপটি করে, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। এবং এই প্রথম তোত্তো-চান বুঝতে পারল যে কাজটা যতটা সহজ মনে করেছিল, ততটা সহজ হবে না। এখন তাহলে কী করবে ও?

ইয়াসুয়াকি-চান ওর গাছে চড়বে, এটাই ছিল ওর ইচ্ছে। আর ইয়াসুয়াকি-চানও তাই আশা করেছিল। তোত্তো-চান ঘুরে গিয়ে ইয়াসুয়াকি-চানের মুখোমুখি দাঁড়াল। বেচারা এত মনমরা হয়ে গিয়েছিল যে তোত্তো-চান গাল ফুলিয়ে, চোখ পিট পিট করে একটা মজার মুখভঙ্গি করে ওকে হাসানোর চেষ্টা

করতে লাগল। তারপর বলল, 'দাঁড়াও, একটা জিনিস করা যাক!' দারোয়ানের ঘরে ছুটে গিয়ে ও একটার পর একটা জিনিস টেনে বের করতে লাগল, কাজে লাগানোর জন্য কিছু পায় কিনা দেখার জন্য। শেষ পর্যন্ত একটা বাড়ির সিঁড়ির মতন মই পেয়ে গেল। ওটা এমনিতেই সোজা হয়ে থাকে, কাউকে ধরে থাকতে হয় না।

ওই সিঁড়ি-মইটা ও টেনে নিয়ে এল গাছের গোড়ায়। নিজের গায়ের জোরে ও নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল। মইটা সেই দু-ভাগ হওয়া ডালটাকে প্রায় ছুঁতে পারছিল। বেশ বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব করে ও ইয়াসুয়াকি-চানকে বলল, 'এবার আর ভয় নেই। এটা লকবক করবে না।'

ইয়াসুয়াকি-চান ভয়ে ভয়ে একবার সিঁড়ি-মইটার দিকে তাকাল, একবার তোত্তো-চানের দিকে। তোত্তো-চানের সারা শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছিল। ইয়াসুয়াকি-চান নিজেও খুব ঘামছিল। ও গাছটার দিকে তাকাল, তারপর মনে মনে খুব শক্ত হয়ে ওর প্রথম পা রাখল সিঁড়ির প্রথম ধাপে।

সিঁড়ির মাথায় পৌঁছোতে যে কতক্ষণ লেগেছিল, তা ওরা দুজনের একজনও বলতে পারবে না। গনগনে সূর্যটা ওদের মাথার উপর জ্বলছিল। কিন্তু ওদের সেসব কিছুর দিকেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। দুজনের মাথাতে তখন একটাই চিন্তা — ইয়াসুয়াকি-চানকে গাছে চড়তেই হবে। তোত্তো-চান নীচ থেকে ওর একটা একটা করে পা, এক ধাপ এক ধাপ উপরের সিঁড়িতে তুলে দিচ্ছিল, আর নিজের মাথা দিয়ে ইয়াসুয়াকি-চানের পিছনটা ঠেলে দিচ্ছিল। অবশেষে ইয়াসুয়াকি-চান মইয়ের মাথায় পৌঁছোল।

'হুর্‌রে!'

কিন্তু তারপর বাকিটা যেন অসম্ভব মনে হলো। তোত্তো-চান লাফিয়ে দু-ভাগ হওয়া ডালে চড়ে বসল। এবার ইয়াসুয়াকি-চানকে মই থেকে ডালে নিয়ে আসবে কেমন করে? সিঁড়ি-মইটাকে আঁকড়ে ধরে ইয়াসুয়াকি-চান তোত্তো-চানের দিকে তাকিয়ে রইল। তোত্তো-চানের খুব কান্না পাচ্ছিল। ও যে ভেবেছিল ইয়াসুয়াকি-চানকে ওর ডালে নিয়ে এসে কত কী দেখাবে! কিন্তু কাঁদল না ও, কাঁদলে যদি ইয়াসুয়াকি-চানও কেঁদে ফেলে।

তোত্তো-চান হাত বাড়িয়ে ইয়াসুয়াকি-চানের হাতটা ধরল। পোলিয়োতে ওর আঙুলগুলোও সব দলা পাকিয়ে গিয়েছিল। তবু তোত্তো-চানের চেয়ে হাতটা বড়ো ছিল, আঙুলগুলোও লম্বা অনেকটা। তোত্তো-চান অনেকক্ষণ হাতটা ধরে রইল, তারপর বলল, 'তুমি শুয়ে পড়ো আর আমি দেখি তোমাকে টেনে তুলতে পারি কিনা।'

বড়োরা কেউ যদি এই ভয়ানক বিপজ্জনক দৃশ্যটি দেখতেন — ভাগ হওয়া ডালে তোত্তো-চান দাঁড়িয়ে মইয়ের মাথায় পেটের উপর ভর দিয়ে শোওয়া ইয়াসুয়াকি-চানকে প্রাণপণ টেনে চলেছে — তাহলে নিশ্চয় চিৎকার করে উঠতেন। কিন্তু ইয়াসুয়াকি-চান তো সমস্ত আস্থা রেখেছিল তোত্তো-চানের

উপর। আর তার জন্যে তোত্তো-চান জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল। ওর ছোট্ট হাতের মুঠোয় ইয়াসুয়াকি-চানের হাত, সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। এক এক সময় এক এক টুকরো মেঘ এসে ওদের প্রখর সূর্যের তাপের হাত থেকে রক্ষা করে যাচ্ছিল। অবশেষে দুজনে গাছের ডালের উপর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারল। তোত্তো-চান ঘামে ভেজা চুল মুখের উপর থেকে সরিয়ে মাথা নীচু করে ইয়াসুয়াকি-চানকে আমন্ত্রণ জানাল : 'স্বাগতম!' ইয়াসুয়াকি-চান গাছের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে, লাজুকভাবে হেসে বলল, 'আসতে পারি ভিতরে?' ও তো কখনও এমন দৃশ্য দেখেনি এর আগে। 'গাছে ওঠা ব্যাপারটা তাহলে এইরকম!' বলে ও হাসল।

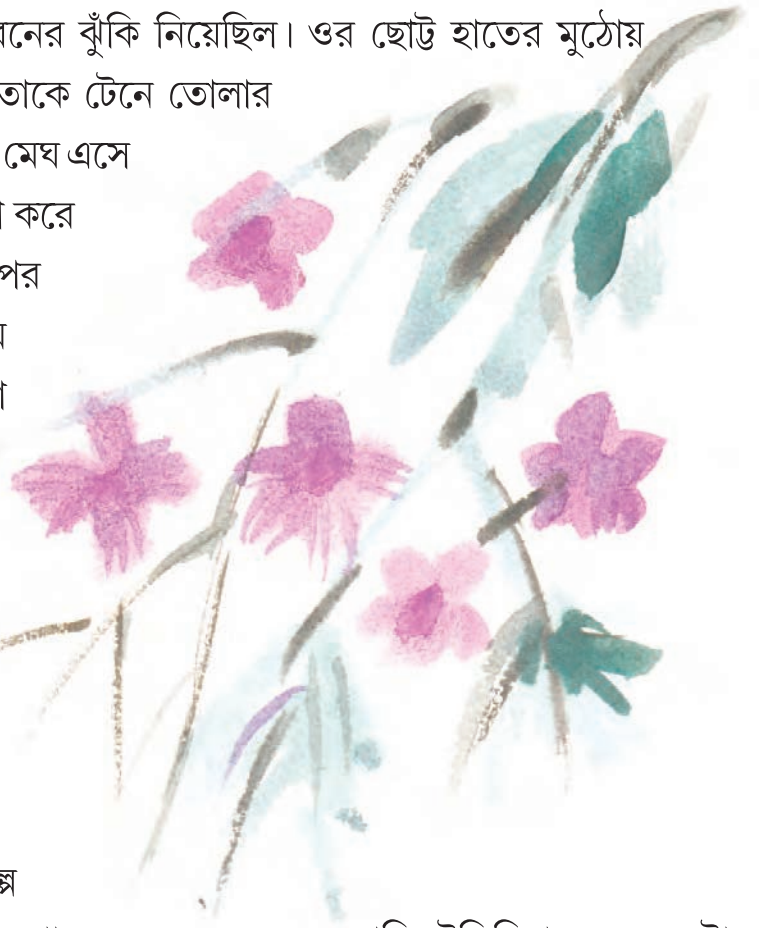

দুই বন্ধুতে বেশ অনেকক্ষণ রইল গাছের উপরে। বসে বসে ওরা নানান গল্প করল। 'জানো, আমার দিদি তো আমেরিকায় থাকে, ও বলেছে ওদের নাকি টেলিভিশন বলে একটা জিনিস আছে,' ইয়াসুয়াকি-চান খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল। 'ও বলেছে জাপানে যখন টেলিভিশন আসবে তখন আমরা বাড়িতে বসেই সুমো পালোয়ানদের দেখতে পাব। টেলিভিশন নাকি একটা বাক্সের মতন, আমার দিদি বলেছে।'

ইয়াসুয়াকি-চান, যে কিনা একটা মাঠেও ঘুরে বেড়াতে পারে না, তার কাছে এই ঘরে বসে বসে বাইরের পৃথিবীটাকে দেখতে পাওয়ার মানে যে কী হতে পারে, তা বোঝার মতন বড়ো তোত্তো-চান হয়নি তখনও। ও কেবল ভাবছিল, একটা ঘরের ভিতরে একটা বাক্স, তার মধ্যে ইয়া বড়ো বড়ো সুমো পালোয়ান — এটা কেমন করে হতে পারে? ব্যাপারটা হলে কিন্তু দারুণ হবে, ও ভাবছিল। তখনকার দিনে আসলে কেউ টেলিভিশনের কথা জানত না। ইয়াসুয়াকি-চানই প্রথম তোত্তো-চানকে যন্ত্রটার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিল।

দূরে পাখির গান শোনা যাচ্ছিল। আর গাছের ডালে বসে দুটি শিশু পরম আনন্দে গল্প করছিল। ইয়াসুয়াকি-চানের সেই প্রথম গাছে চড়া।

হাতে কলমে

তেৎসুকো কুরোয়ানাগি (জন্ম ১৯৩৩) : জাপানের সবচেয়ে জনপ্রিয় টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ছিলেন তেৎসুকো কুরোয়ানাগি। তিনি একসময় তাঁর ছোটোবেলার স্কুলজীবনের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে লেখেন *তোত্তো-চান*। ছোট্টো খুকু বলতে যা বোঝায় *তোত্তো-চান* কথাটির অর্থ অনেকটা তাই। তবে এ শুধুমাত্র স্মৃতি-নির্ভর কোনো রচনা নয়। এই বইকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে এক আদর্শ শিক্ষকের সর্বকালের সর্বজনীন এক শিক্ষাব্যবস্থার নানা দিক। লেখিকার অসাধারণ বর্ণনাশৈলীর গুণে বইটি সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং সমাদৃত হয়েছে। মূল জাপানি ভাষা থেকে এই বইটির ইংরাজি অনুবাদ করেন ডরোথি ব্রিটন। আর সেই ইংরাজি অনুবাদ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন মৌসুমী ভৌমিক। আধুনিক বাংলা গানের তিনি একজন উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা ও শিল্পী।

১. 'তোত্তো-চান' শব্দটির অর্থ কী?

২. 'তোত্তো-চান' বইটির লেখিকার নাম কী?

৩. **নীচের এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :**

লো য়া পা ন / ঘ ল র হ / তি রী থা য

ভি টে শ লি ন / সা ৎ উ হ / ক্ষ অ ক নে ণ

৪. **বন্ধনীর থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে আবার লেখো :**

৪.১ তোত্তো-চান তার বন্ধুকে (খাবার খাওয়া/বাড়িতে যাওয়া/গাছে চড়া/দোলনায় ওঠা)-র নিমন্ত্রণ করেছিল।

৪.২ তোত্তো-চানের গাছটা ছিল (রাস্তার মাঝখানে/বাড়ির উঠোনে/বেড়ার ধারে/বাগানের মধ্যে)।

৪.৩ তোত্তো-চান গাছে ওঠার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল (রকি/বাবা/দারোয়ান/ ইয়াসুয়াকি-চান) কে।

৪.৪ তোত্তো-চান মই নিয়ে এসেছিল (বাড়ি/দারোয়ানের ঘর/ দোকান/শ্রেণিকক্ষ) থেকে।

৪.৫ ইয়াসুয়াকি-চানের (পোলিয়োর/ টাইফয়েডের/ নিউমোনিয়া/জন্ডিসের) জন্য গাছে চড়ার অসুবিধা ছিল।

৫. **কোনটি বেমানান চিহ্নিত করো :**

৫.১ গাছ/ডাল/পাতা/রাস্তা

৫.২ হলঘর/কলঘর/উঠোন/চিলেকোঠা

৫.৩ সিঁড়ি/মই/তাঁবু/ধাপ

৫.৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/জাপান/বাংলাদেশ/পশ্চিমবঙ্গ

৫.৫ সুমো/বক্সিং/ব্যাডমিন্টন/ ক্যারাটে

৬. **ঘটনাক্রম অনুযায়ী সাজাও :**

৬.১ গলায় টিকিটটা ঝুলিয়ে তোত্তো-চান স্কুলে গিয়ে দেখল ইয়াসুয়াকি-চান ফুলগাছগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

৬.২ সেদিন তোত্তো-চান ইয়াসুয়াকি-চানকে ওর গাছে ওঠার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

৬.৩ সিঁড়ি-মইটা ও টেনে নিয়ে এল গাছের গোড়ায়।

৬.৪ অবশেষে ইয়াসুয়াকি-চান মইয়ের মাথায় পৌঁছোল।

৬.৫ ইয়াসুয়াকি-চানকে বলে উঠল, 'এবার চলে এসো তুমি।'

৭. **শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দটি বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৭.১ _____ তে সবার একটা করে গাছ ছিল।

৭.২ তোত্তো-চানের গাছটা ছিল ____ র ধারে।

৭.৩ ইয়াসুয়াকি-চানের ____ র জন্য পায়ে অসুবিধা ছিল।

৭.৪ টেলিভিশন নাকি একটা ____ মতন।

৭.৫ তার মধ্যে ইয়া বড়ো বড়ো ____ পালোয়ান।

শব্দঝুড়ি
সুমো, বেড়া,
তোমোই, পোলিয়ো, বাক্স

৮. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৮.১ তোত্তো-চান কাকে গাছে চড়ার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল?

৮.২ গাছে চড়ার নিমন্ত্রণের কথা কারা জানতেন না?

৮.৩ কোথায় সবার একটা করে গাছ ছিল?

৮.৪ স্কুল চত্বরে কারা গাছগুলোর দখল নিয়েছিল?

৮.৫ টিফিনের সময় বা ছুটির পরে তোত্তো-চান কী করত?

৮.৬ ইয়াসুয়াকি-চানের পায়ে কী অসুবিধে ছিল?

৮.৭ তোত্তো-চান মাকে কী বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল?

৮.৮ স্কুলে গিয়ে তোত্তো-চান কী দেখেছিল?

৮.৯ তোত্তো-চান কোথা থেকে মই সংগ্রহ করেছিল?

৮.১০ মইয়ের মাথায় পৌঁছেও ইয়াসুয়াকি-চান গাছের উপর উঠতে পারছিল না কেন?

৮.১১ ইয়াসুয়াকি-চানের হাতটা কেমন ছিল?

৯. **নীচের বাক্যগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৯.১ তোত্তো-চান গাছের ওপর উঠে কীভাবে সময় কাটাত?

৯.২ ছেলেমেয়েরা গাছগুলোকে কীভাবে আপন করে নিয়েছিল?

৯.৩ বন্ধুকে কীভাবে গাছে ওঠাবে বলে তোত্তো-চান পরিকল্পনা করেছিল?

৯.৪ টেলিভিশনের গল্প শুনে তোত্তো-চান কী ভেবেছিল?

৯.৫ 'এই প্রথম তোত্তো-চান বুঝতে পারল ...' — তোত্তো-চান কী বুঝতে পারল? কাজটা কেন সহজ ছিল না, লেখো।

৯.৬ তোত্তো-চান তার বন্ধু ইয়াসুয়াকি-চানকে গাছে ওঠার নিমন্ত্রণ করেছিল কেন?

৯.৭ দুই বন্ধু গাছের উপর বসে টেলিভিশন নিয়ে কী গল্প করেছিল?

৯.৮ তুমি তোমার প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে যে ধরনের গল্প করো তা নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

৯.৯ বাড়ি বা স্কুলের কোন গাছটা তোমার একেবারে নিজের বলে মনে হয়? সেই বন্ধুর যত্ন তুমি কীভাবে করো?

৯.১০ গাছে যদি তোমার একটি বাড়ি থাকত, তুমি কীভাবে সেখানে সময় কাটাতে কয়েকটি বাক্যে লেখো।

শব্দার্থ : বিজ্ঞ --- জ্ঞানী, অভিজ্ঞ। হুর্‌রে --- আনন্দসূচক ধ্বনি। আমন্ত্রণ --- আহ্বান, নিমন্ত্রণ। স্বাগতম — অভিবাদন। তোমোই — তোত্তো-চানের স্কুল। কুহনবুৎসু — তোমোইয়ের উপাসনাস্থল।

১০. **প্রতিশব্দ লেখো :** গাছ, মাটি, সূর্য, রাস্তা, আকাশ।

১১. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :** তরতর, ছোটোখাটো, ভয়ানক, লাজুক, অ্যাডভেঞ্চার।

১২. **নীচের গদ্যটিতে যতিচিহ্ন ব্যবহার করো।**

তোত্তোচান ঘামেভেজা চুল মুখের ওপর থেকে সরিয়ে মাথা নীচু করে ইয়াসুয়াকি চানকে আমন্ত্রণ জানালো স্বাগতম ইয়াসুয়াকিচান গাছের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে লাজুকভাবে হেসে বলল আসতে পারি ভেতরে ও তো কখনো এমন দৃশ্য দেখেনি এর আগে গাছে ওঠা ব্যাপারটা তাহলে এইরকম বলে ও হাসল

১৩. **নীচের এক একটি বিষয় নিয়ে কমপক্ষে পাঁচটি বাক্য লেখো :** খেলা, গাছ, নেমন্তন্ন।

১৪. একটা গাছবাড়ির ছবি আঁকো।

জেনে রাখো :

পোলিয়ো — পোলিয়ো বা পোলিয়োমাইলাইটিস একটি জীবাণুবাহিত সংক্রামক অসুখ। এই অসুখে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ফলস্বরূপ হাত ও পায়ের পেশিতে বিকৃতি দেখা দেয়। একসময় সারা পৃথিবীতে এই রোগ মহামারির আকার নিয়েছিল। হিলারি কোপ্‌রোস্কি, জোনাস সাল্ক, অ্যালবার্ট সাবিন প্রমুখ জীববিজ্ঞানীর চেষ্টায় গত শতকের মাঝামাঝি এই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়। ২০১২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা ভারতকে পোলিয়ো রোগমুক্ত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বনভোজন

গোলাম মোস্তাফা

নূরু, পুষি, আয়ষা, শফি — সবাই এসেছে,
আম-বাগিচার তলায় যেন তারা হেসেছে!
রাঁধুনিদের সখের রাঁধার পড়ে গেছে ধুম,
বোশেখ মাসের এই দুপুরে নাইকো কারো ঘুম।
বাপ-মা তাদের ঘুমিয়ে আছে, এই সুবিধা পেয়ে
বনভোজনে মিলেছে আজ দুষ্টু ক'টি মেয়ে!

কেউ এনেছে আঁচল ভ'রে কুড়িয়ে আমের গুটি,
নারিকেলের মালার হাঁড়ি কেউ এনেছে দুটি,
কেউ এনেছে চৈত-পুজোতে কেনা রঙিন খুরি,
কেউ এনেছে ছোট্ট বঁটি, কেউ এনেছে ছুরি।
ব'সে গেছে সবাই আজি বিপুল আয়োজনে,
ব্যস্ত সবাই আজকে তাদের ভোজের নিমন্ত্রণে!
কেউ বা বসে হলদি বাটে, কেউ বা রাঁধে ভাত,
কেউ বা বলে—'দুত্তরি ছাই, পুড়েও গেল হাত!'
বিনা আগুন দিয়েই তাদের হচ্ছে সবার রাঁধা,
তবু সবার দুই চোখেতে ধোঁয়া লেগেই কাঁদা!
কোর্মা পোলাও কেউ বা রাঁধে, কেউ বা চাখে নুন,
অকারণে বারেবারে হেসেই বা কেউ খুন।
রান্না তাদের শেষ হলো যেই, গিন্নি হলো নূরু,
এক লাইনে সবাই বসে করল খাওয়া শুরু!
ধুলো-বালির কোর্মা-পোলাও, আর সে কাদার পিঠে
মিছিমিছি খেয়ে সবাই বল্লে—'বেজায় মিঠে!'
এমন সময় হঠাৎ আমি পড়েছি যেই এসে,
পালিয়ে গেল দুষ্টুরা সব খিলখিলিয়ে হেসে!

হাতে কলমে

গোলাম মোস্তাফা (১৮৮৭-১৯৬৪) : অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ঝিনাইদহ জেলার মনোহরপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত, উচ্চশিক্ষিত পরিবারে কবির জন্ম। বাংলা ও আরবি ভাষায় তাঁর সমান দখল ছিল। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস *রূপের নেশা*। প্রথম কবিতা গ্রন্থ *রক্তরাগ* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। বহু ইংরাজি ও আরবি গ্রন্থের বাংলা তরজমা ছাড়াও গোলাম মোস্তাফা অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *হাস্নাহেনা, ভাঙাবুক, সাহারা, গুলিস্তান, বুলবুলিস্তান* ইত্যাদি।

১. গোলাম মোস্তাফা কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

২. তাঁর দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

৩. **একটি বাক্যে উত্তর দাও:**

৩.১ কবিতাটিতে কারা খেলতে এসেছিল?

৩.২ 'বাগিচা' শব্দের অর্থ কী?

৩.৩ রান্নার জন্য তারা কী কী সঙ্গে এনেছিল?

৩.৪ কবিতায় কে মিছিমিছি গিন্নি সেজেছিল?

৩.৫ মিছিমিছি কী কী খাবার রাঁধা হয়েছিল?

৩.৬ কবিতায় ওদের খেলার মাঝে কে এসে পড়েছিল?

৪. **যেটি ঠিক সেটি বেছে নিয়ে লেখো:**

৪.১ কবিতাটিতে (৪/৩/৫) টি মেয়ের কথা বলা হয়েছে।

৪.২ বিনা (আগুন/জল/কাদা) দিয়েই তাদের হচ্ছে সবার রাঁধা।

৪.৩ (আম/জাম/চা) বাগিচার তলায় যেন তারা হেসেছে।

৫. **শব্দঝুড়ি থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও:**

৫.১ ____ মাসের এই দুপুরে নাইকো কারো ঘুম।

৫.২ নারিকেলের মালার ____ কেউ এনেছে দুটি।

৫.৩ কেউ এনেছে ছোট্ট বঁটি,কেউ এনেছে ____।

৫.৪ বসে গেছে সবাই আজি____ আয়োজনে।

৫.৫ এমন সময় হঠাৎ____ পড়েছি যেই এসে।

শব্দঝুড়ি
হাঁড়ি, বোশেখ,
ছুরি, আমি, বিপুল

৬ **'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো:**

ক	খ
নুন	বাগান
ধোঁয়া	বড়ো
বিপুল	লবণ
আগুন	নিদ্রা
ঘুম	ধূম
বাগিচা	অগ্নি

শব্দার্থ : বাগিচা — ছোটো বাগান। চৈত — চৈত্র, বাংলা বর্ষের শেষ মাস ('চৈত্র' শব্দের পদ্য রূপ।) খুরি — মাটির পাত্র। বাটে — পেষাই করে। চাখে — স্বাদগ্রহণ করে। মিঠে — মিষ্টি। বাগিচা —বাগান। বনভোজন— দল বেঁধে বাড়ির বাইরে গিয়ে রান্না করে খাওয়া । সখ— ইচ্ছা। আয়োজন— উদ্যোগ/সংগ্রহ । বিপুল— বড়ো। ভোজ— নানান রকম ভালো খাবারের আয়োজন। ব্যস্ত— ব্যাকুল।

৭. **নীচের বর্ণগুলি যোগ করে শব্দ তৈরি করো:**

স্ + অ + ব্ + আ + ই =

র্ + আ + ধ + উ + ন্ + ই =

ব্ + আ + গ্ + ই + চ্ + আ =

ব্ + য্ + অ + স্ + ত্ + অ =

দ্ + উ + ষ্ + ট্ + উ =

৮. **এলোমেলো বর্ণগুলিকে সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো:**

লে রি না কে, ন ভো ন ব জ, র কা অ ণে , ন য়ো জ আ, ণ ম নি ন্ত্র

৯. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :** গিন্নি, আঁচল, নিমন্ত্রণ, কোর্মা, রঙিন

১০. **কবিতাটিতে অন্তমিল আছে, এমন পাঁচজোড়া শব্দ লেখো :** যেমন — ধুম/ঘুম

১১. কবিতায় ধুলো-বালি দিয়ে কোর্মা-পোলাও ও কাদা দিয়ে পিঠে তৈরির কথা বলা হয়েছে। মিছিমিছি রান্নাবাটি খেলায় আর কী কী রান্না ধুলো-বালি,কাদা দিয়ে তৈরি করতে পারো লিখে জানাও।

১২. **বাক্যরচনা করো:** বনভোজন, মিছিমিছি,বাগিচা,আঁচল, ছুরি, নিমন্ত্রণ

১৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো:**

১৩.১ নূরু, শফিরা দুপুরবেলা ঘুমোয়নি কেন?

১৩.২ কবি এসে পড়ায় সবাই পালিয়ে গিয়েছিল কেন?

১৩.৩ বন্ধুদের সঙ্গে কখনও বনভোজনে গিয়ে থাকলে সেই অভিজ্ঞতার কথা কয়েকটি বাক্যে লেখো।

১৩.৪ বৈশাখ মাসের দুপুরে নূরু, পুষি, আয়ষা, শফিরা মিছিমিছি রান্নাবাটি খেলা খেলছিল। তুমি গরমের ছুটিতে দুপুর বেলাগুলো কেমন করে কাটাও সে বিষয়ে লেখো।

১৪. গদ্যরূপ লেখো : বোশেখ, চৈত, হলদি, মিঠে

১৫. একই অর্থের শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো : ইচ্ছা, বাগান,চড়ুইভাতি,নিদ্রা

১৬. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো: আজি,ছোটো, হেসে,শুরু, তলায়

১৭. নীচের সূত্রগুলি কাজে লাগিয়ে শব্দ ছকটি পূরণ করো:

১.		২.				৩.
					৪.	
				৫.		
৬.			৭.			
	৮.			৯.		
১০.			১১.			

পাশাপাশি

১. আঁচল ভরে কী কুড়িয়ে এনেছে?

৪. মাটির তৈরি ছোটো ভাঁড়

৬. নূরু কী হয়েছিল?

৭. ____,পুষি, আয়ষা,শফি

১০. রাঁধতে গিয়ে কী পুড়ে গেছিল?

১১. কাদা দিয়ে কী তৈরি করা হয়েছিল?

উপর নীচ

১. নূরু, শফিরা কীসের তলায় খেলছিল?

২. রঙে পূর্ণ

৩. হাঁড়ি কী দিয়ে বানানো হয়েছে?

৫. শেষের বিপরীত শব্দ

৮. বাঙালিদের প্রধান খাদ্য

৯. সবাই বল্লে, ‘বেজায় ____।’

সমাধান:

পাশাপাশি : ১. আমেরগুটি ৪. খুড়ি ৬. গিন্নি ৭. নূরু ১০. হাত ১১. পিঠে।

উপরনীচ : ১. আমবাগিচা ২. রঙিন ৩. নারিকেলের মালা ৫. শুরু ৮. ভাত ৯. মিঠে।

ছেলেবেলার দিনগুলি

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

নতুন বাড়িটা জ্যেঠামশাই ও পিসিমার বাড়ির কাছেই ছিল, সুতরাং খেলার সাথীর অভাব হলো না। জ্যেঠতুতো, খুড়তুতো, পিসতুতো ভাইবোনদের দল জুটে গেল।

ছাতের এক কোণে ঘোলা জলের ট্যাঙ্ক থেকে গঙ্গামাটি তুলে জমা করা ছিল, তাই দিয়ে গোলা-গুলি বানিয়ে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলো। সে যুদ্ধের নাম দেওয়া হয়েছিল পটগুলটিশ ওয়ার। নরম কাদার গুলিতে খেলা বেশ ভালোই চলছিল। হঠাৎ কী কুবুদ্ধি হলো গুলিগুলোকে বেশ লাল করে পুড়িয়ে নিলাম। দুপুরবেলায় যখন চাকরবাকররা বিশ্রাম করতে যেত, তখন চুপিচুপি রান্নাঘরে ঢুকে মরা

উনুনের মধ্যে গুলি গুঁজে দিয়ে আসতাম, ওরা উনুন ঝাড়বার সময় সেগুলি বেছে ধুয়ে আমাদের দিয়ে দিত। কিন্তু তাতে দু-পক্ষই এমনভাবে 'আহত' হতে আরম্ভ করল যে, আমাদের রান্নাঘরে যাওয়াই বারণ হয়ে গেল।

আরেকদিন জ্যেঠামশাই-র বাড়িতে পটগুলটিশ খেলা হচ্ছে, হঠাৎ একজনের হাতের গোলা-টা ছিটকে সিঁড়ির ছাতের তলার দিকে (সিলিং-এ) লেগে একেবারে ঘুঁটের মতো চ্যাপটা হয়ে সেঁটে রইল। ভারি মজা, সবাই মিলে ঘুঁটে দেওয়ার পাল্লা শুরু করলাম। দেখতে দেখতে ছাতটা কাদার ঘুঁটেতে ভরতি হয়ে গেল। এমন সময় জ্যেঠামশাই-এর পায়ের শব্দ শুনে যে যেখানে পারল লুকিয়ে পড়ল। জ্যেঠামশাইকে ও বাড়ির ছেলেরা ভীষণ ভয় করত। তাঁর চেহারা আর গলার আওয়াজ ছিল গম্ভীর। শুনতাম তিনি মস্ত বড়ো খেলোয়াড়, গায়ে খুব জোর, আর রাগও খুব। আমরা কিন্তু কোনোদিন তাঁর রাগ দেখিনি। যখনই ও বাড়ি যেতাম, দেখতাম তিনি একমনে লেখাপড়া করছেন। যদি কখনও আমাদের দিকে চোখ পড়ত, মৃদু হেসে দুয়েকটা কথা বলতেন। যা হোক, ওদের দেখাদেখি, আমরাও লুকোলাম।

জ্যেঠামশাই আনমনে কী ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, হঠাৎ থ্যাপ করে কী একটা তাঁর পায়ের কাছে পড়ল। চমকে উঠে তিনি গুরুগম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন, 'এই কে আছিস, আলো আন।' চাকর ছুটে গিয়ে সিঁড়ির আলোটা উসকিয়ে সামনে ধরতেই দেখা গেল একতাল থলথলে কালোমতন কী জিনিস। ধমক দিয়ে বললেন, 'এটা আবার কী, কোত্থেকে এল?' চাকর কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'আজ্ঞে, ছেলেরা কী যেন খেলা করছিল—' তখন কী ভেবে হঠাৎ উপর দিকে তাকিয়ে ছাতের ছিরি দেখেই জ্যেঠামশাই হো হো করে হেসে উঠলেন, আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আরেকদিন চোর-পুলিশ খেলছি। দাদা হয়েছে পুলিশ, আমি চোর। আমার হাতে সাপমুখো বালা ছিল, তার একটা মুখ টেনে ফাঁক করে অন্য বালাটা তার ভিতর দিয়ে গলিয়ে দিব্যি হাতকড়ি বানিয়ে দাদা আমাকে ধরে নিয়ে চলল। আমি যেই এক ঝটকায় হাত ছাড়াতে গিয়েছি, অমনি নতুন বালা ভেঙে দু-তিন টুকরো হয়ে ছাতে ছড়িয়ে পড়ল। টুকরোগুলো কুড়িয়ে মার কাছে নিয়ে গেলাম। মা হেসে বললেন, 'তোমাকে দেখছি এবার লোহার বালা গড়িয়ে দিতে হবে।'

ক্রিকেট হকি প্রভৃতি খেলাতেও 'হাতেখড়ি' ওই ছাতেই আরম্ভ হয়েছিল। আমি একটু 'দস্যি' ছিলাম কিনা, দাদাদের সঙ্গে যত সব হুড়োহুড়ি খেলায় খুব মজবুত ছিলাম। তেমনি আবার দিদিদের সঙ্গে পুতুলখেলাও চমৎকার লাগত। মা সুন্দর করে দোতলা পুতুল-ঘর সাজিয়ে দিয়েছিলেন...কত ডল-পুতুল, কাচের পুতুল, মাটির পুতুল, পুতুলের খাট-বিছানা, চেয়ার-টেবিল, টি-সেট, ডিনার-সেট, পিতল ও মাটির কত হাঁড়িকুড়ি হাতাবেড়ি কত ঘরকন্না রান্নাবান্না। দিদিরা সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় পুঁতির গয়না তৈরি করত, পুতুলের বিয়েতে ছোটো ছোটো পাতায় করে ছোটো ছোটো লুচি-মিষ্টি ইত্যাদি খাওয়া

হতো। একবার পুতুলের বিয়েতে আমরা ফুলপাতা নিশান দিয়ে বিয়েবাড়ি সাজিয়ে সারি সারি ছোট্ট ছোট্ট রঙিন মোমবাতি জ্বেলে দিলাম, সবাইকে ডেকে দেখালাম, কী সুন্দর দেখাচ্ছে। তারপর খাবার ডাক পড়তে সবাই নীচে চলে গেলাম। খাওয়া সেরে এসে দেখি, পুতুলঘরে সে এক অগ্নিকাণ্ড! ছোট্ট মোমবাতি কয়েক মিনিট জ্বলেই শেষ হয়ে গিয়েছে, নিশানটিশান পুড়ে এবারে কাঠের ছাত জ্বলতে আরম্ভ করেছে। তাড়াতাড়ি জল ঢেলে আগুন নিভানো হলো, অল্পের জন্য পুতুলগুলো বেঁচে গেল।

আমাদের এক মজার খেলা ছিল 'রাগ বানানো'। হয়তো কারো উপর রাগ হয়েছে অথচ তার শোধ দিতে পারছি না, তখন দাদা বলত, 'আয় রাগ বানাই!' বলেই সেই লোকটির সম্বন্ধে যা তা অদ্ভুত গল্প বানিয়ে বলতে আরম্ভ করত, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বলতাম। তার মধ্যে বিদ্বেষ কিংবা হিংস্র ভাব কিছু থাকত না, সে ব্যক্তির কোনো অনিষ্ট চিন্তা থাকত না, শুধু মজার মজার কথা। যত রকম বোকামি হতে পারে, যত রকমে মানুষ নাকাল ও অপ্রস্তুত হয়ে হাস্যাস্পদ হতে পারে সব কিছু সেই লোকটির সম্বন্ধে কল্পনা করে আমরা হেসে কুটিপাটি হতাম। দাদার 'হ-য-ব-র-ল' বইয়ের 'হিজি-বিজ-বিজ' যেমন 'মনে করো—' বলে যত রকম সব উদ্ভট কল্পনা করে নিজে নিজেই হেসে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম করে, আমাদেরও প্রায় সেই দশাই হতো। কিন্তু মজা হতো এই যে, হাসির স্রোতে রাগটাগ সব কোথায় ভেসে যেত—মনটা আবার বেশ হালকা খুশিতে ভরে উঠত।

আর একটা মজার খেলা ছিল, কবিতায় গল্প বলা। একটা কোনো জানা গল্প নিয়ে একজন প্রথম লাইনটা বানিয়ে বলবে, আরেকজনা তার সঙ্গে মিল দিয়ে দ্বিতীয় লাইন বলবে, তার পরের জন তৃতীয় লাইন, এমনি করে গল্পটা শেষ করতে হবে। যদি কেউ না পারে সে হেরে গেল, তার পরের জন বলবে। দাদা কখনও হার মানত না। যত শক্ত হোক না কেন চট করে মিলিয়ে দিত। যেমন একদিন হচ্ছে 'বাঘ ও বক'-এর গল্প---

'একদা এক বাঘের গলায় ফুটেছিল অস্থি।'

'যন্ত্রণায় কিছুতেই নাহি তার স্বস্তি।'

'তিন দিন তিন রাত নাহি তার নিদ্রা।'

'সেঁক দেয় তেল মাখে, লাগায় হরিদ্রা—'

এই রকম চলতে চলতে সুন্দরকাকা যেই বললেন—

‘ভিতরে ঢুকায়ে দিল দীর্ঘ তার চঞ্চু।’

কেউ আর তার মিল দিতে পারে না। আমরা সবাই ‘পাস’ দিয়ে দিলাম, দাদার পালা আসতেই সে চট করে বলল—

‘বক সে চালাক অতি চিকিৎসক-চুঞ্চু।’

আমরা চেঁচামেচি করে উঠলাম, ‘ওসব যা তা বললে হবে না। *চুঞ্চু* আবার কী কথা?’ সুন্দরকাকা খুশি হয়ে দাদার পিঠ চাপড়ে বললেন, ‘*চুঞ্চু* মানে ওস্তাদ, এক্সপার্ট।’

ছোটোবেলা থেকেই দাদা কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিল। আট বৎসর বয়সে তার প্রথম কবিতা ‘নদী’ আর নয় বৎসর বয়সে দ্বিতীয় ‘টিক টিক টং’ ‘মুকুল’ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

দাদার দেখাদেখি আমারও শখ হলো কবিতা লেখার। একটা খাতায় বেশ ফুল লতাপাতা এঁকে লুকিয়ে দুয়েকটা কবিতা লিখলাম, তারপর একটা গল্প লিখতে আরম্ভ করলাম। একদিন দুপুরে বসে গল্প লিখছি, বাবার কাছে একজন ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। তাঁকে বসিয়ে বাবাকে ডেকে দিলাম, বাবা এসে তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্পসল্প করলেন, তারপর দুজনে একসঙ্গে কোথায় বেরিয়ে গেলেন। আমার খাতাটা টেবিলে ফেলে এসেছিলাম, ওঁরা চলে যেতেই তাড়াতাড়ি খাতাটা আনতে গিয়ে দেখি, আমার সেই অর্ধেক লেখা গল্পটার পাতায় ‘তারপর হলো কী’ বলে বাকি গল্পটা সেই ভদ্রলোক নিজেই লিখে শেষ করে রেখেছেন। তিনি ছিলেন তখনকার একজন নামকরা লেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত! বড়ো হয়ে তাঁর লেখা অনেক সুন্দর গল্প ‘ প্রবাসী’-তে পড়েছি। আমার খাতায় তাঁর লেখাটা নিশ্চয়ই খুব ভালো হয়েছিল, কিন্তু তখন আমার মনে কী হয়েছিল জানো? মনে হলো, আমার গল্পটা মাটি হয়ে গেল! মনের দুঃখে খাতাটা ছিঁড়েই ফেললাম।

বাবা যখন বিদেশে কোথাও যেতেন, মজার মজার ছবি আর পদ্যে আমাদের চিঠি লিখতেন। আমাদের পড়া হয়ে গেলে সেগুলি কত লোকের হাতে হাতে ঘুরত। সেসব যদি সংগ্রহ করা থাকত, তাহলে তাই দিয়ে মজার একটা বই হতে পারত।

হাতে কলমে

পুণ্যলতা চক্রবর্তী (১৮৮৯-১৯৭৪) : প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা। *সন্দেশ* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে একদল নতুন লেখক তৈরি হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে পুণ্যলতা অন্যতম। তিনি শিশু ও কিশোরদের জন্য সহজ-সরল ভাষায় লিখেছেন। তিনি সুকুমার রায়, সুবিনয় রায়চৌধুরী, সুখলতা রাওয়ের সহোদরা। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— *ছেলেবেলার দিনগুলি, ছোট্ট ছোট্ট গল্প, রাজবাড়ি*।

১. পুণ্যলতা চক্রবর্তীর কয়েকজন ভাইবোনের নাম লেখো।

২. তাঁর লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

৩. **ক স্তম্ভের সঙ্গে খ স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো।**

ক	খ
উনুন	বাড়ি
পটগুলটিশ	গোবর
সিঁড়ি	বই
ঘুঁটে	আগুন
লেখাপড়া	খেলা

৪. **নীচের এলোমেলো শব্দগুলি সাজিয়ে লেখো :**

খা ড়া লে প / টি ল গু শ ট প

ঘ ল পু তু র / রা ক ম না / গ র গু রু ম্ভী

৫. **বন্ধনীর মধ্য থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে আবার লেখো :**

৫.১ মা সুন্দর করে (এক/দুই/তিন/চার) তলা পুতুলঘর সাজিয়ে দিয়েছিলেন।

৫.২ তোমাকে দেখছি এবার (সোনার/তামার/লোহার/টিনের) বালা গড়িয়ে দিতে হবে।

৫.৩ হাতকড়ি পরায় (চোর/উকিল/শিক্ষক/পুলিশ)।

৫.৪ হ য ব র ল হলো একটি (খেলনা/ট্রেন/গাছ/বই)।

৫.৫ (যোধপুরে/বিজাপুরে/ভাগলপুরে/মধুপুরে) সেই রেলগাড়ির কবিতা লিখেছিলেন।

৬. **কোনটি বেমানান চিহ্নিত করো :**

৬.১ ঘুঁটে/উনুন/ কামান/রান্নাঘর

৬.২ সিঁড়ি/চিলেকোঠা/বারান্দা/বাজার

৬.৩ আলমারি/হাতকড়ি/চোর/পুলিশ

৬.৪ জ্যাঠা/দাদা/বাবা/কাকা

৭. **ঘটনাক্রম অনুযায়ী সাজাও :**

৭.১ খাওয়া সেরে এসে দেখি, পুতুলঘরে সে এক অগ্নিকান্ড।

৭.২ দেখতে দেখতে ছাদটা কাদার ঘুঁটেতে ভরতি হয়ে গেল।

৭.৩ মনের দুঃখে খাতাটা ছিঁড়েই ফেললাম।

৭.৪ আর একটা মজার খেলা ছিল কবিতায় গল্প বলা।

৭.৫ অল্পের জন্য পুতুলগুলো বেঁচে গেল।

৮. **শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৮.১ জ্যেঠামশাইকেও বাড়ির ছেলেরা ভীষণ _____ করত।

৮.২ হঠাৎ _____ করে কী একটা তার পায়ের কাছে পড়ল।

৮.৩ একদা বাঘের গলায় ফুটে ছিল _____।

৮.৪ _____ মানে ওস্তাদ, এক্সপার্ট।

৮.৫ সেঁক দেয় তেল মাখে, লাগায় _____।

শব্দঝুড়ি
থ্যাপ, অস্থি,
ভয়, চুঞ্চু, হরিদ্রা

৯. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৯.১ পাঠে উল্লিখিত নতুন বাড়িটি কোথায় ছিল?

৯.২ সেই নতুন বাড়িতে কীসের অভাব ছিল না?

৯.৩ লেখিকা ও তার সঙ্গীরা কোথা থেকে গঙ্গামাটি জোগাড় করেছিলেন?

৯.৪ গঙ্গামাটি দিয়ে কী করা শুরু হলো?

৯.৫ রান্নাঘরে উনুনের মধ্যে কী গুঁজে রাখা হতো?

৯.৬ লেখিকার জ্যেঠামশাইয়ের গলার আওয়াজ কেমন ছিল?

৯.৭ লেখিকার জ্যেঠামশাই সম্পর্কে কী শোনা যেত?

৯.৮ বাড়ির চাকর সিঁড়ির আলোটা উসকিয়ে দেওয়ার পর কী দেখা গিয়েছিল?

৯.৯ ছোটোদের পুতুলের বিয়েতে কেমন খাওয়া-দাওয়া হতো?

৯.১০ দোতলা পুতুলঘর কে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিলেন?

৯.১১ কোন খেলার সময় লেখিকা ও তাঁর ভাই-বোনদের মন হালকা খুশিতে ভরে উঠত?

৯.১২ কীভাবে লেখিকার বালা ভেঙে গিয়েছিল?

৯.১৩ পুতুলঘরে কীভাবে আগুন লেগেছিল?

৯.১৪ সুন্দরকাকা লেখিকার দাদার পিঠ চাপড়ে কী বলেছিলেন?

৯.১৫ লেখিকার দাদার প্রথম কবিতার নাম কী?

৯.১৬ তাঁর দ্বিতীয় কবিতাটি দাদা কত বৎসর বয়সে লিখেছিল?

৯.১৭ লেখিকার বাবা বিদেশ থেকে কী পাঠাতেন?

১০. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১০.১ কীভাবে পটগুলটিশ খেলা চলত?

১০.২ লেখিকার জ্যেঠামশাই কেমন মানুষ ছিলেন?

১০.৩ 'রাগ বানানো' খেলাটা কীভাবে খেলতে হতো?

১০.৪ কোন কোন খেলার কথা পাঠ্যাংশে খুঁজে পেলে?

১০.৫ কীভাবে পটগুলটিশের গুলি তৈরি হতো?

১০.৬ 'তোমাকে দেখছি এবার লোহার বালা গড়িয়ে দিতে হবে'।— একথা কে বলেছেন? কোন প্রসঙ্গে তাঁর এই উক্তি? বক্তাকে তোমার কেমন মনে হয়েছে।

১০.৭ মেয়েদের খেলাধুলোর কেমন ছবি পাঠ্যাংশে খুঁজে পেলে?

১০.৮ 'হ-য-ব-র-ল'-র স্রষ্টা কে? তাঁকে লেখিকা কী ভাবে স্মরণ করেছেন?

১১. জ্যেঠতুতো, পিসতুতো, মাসতুতো— এইসব সম্পর্ক ছাড়াও আরও অনেক সম্পর্ক আমাদের পরিবারগুলিতে থাকে। তুমি যে কয়টি সম্পর্কের নাম জানো সেগুলো লেখো।

শব্দার্থ : পাল্লা — প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। গুরুগম্ভীর — গভীর অর্থবিশিষ্ট। হাতেখড়ি — লেখা শেখার প্রথম অনুষ্ঠান। দস্যি — দুষ্টু, দামাল। নিশান — পতাকা, নিদর্শন। বিদ্বেষ — ঈর্ষা, হিংসা। হিংস্র — হিংসাকারী, ভয়ানক। হাস্যাস্পদ — হাসি বিদ্রূপের পাত্র। উদ্ভট — অদ্ভুত, আজগুবি। অস্থি — হাড়। স্বস্তি — আরাম। হরিদ্রা — হলুদ। চঞ্চু — পাখির ঠোঁট। প্রবাসী — বিদেশে থাকে যে।

১২. প্রতিশব্দ লেখো :

সাথী, বিশ্রাম, মজা, সিঁড়ি, রান্নাঘর, নিশান।

১৩. বর্ণবিশ্লেষণ করো :

অভাব, উনুন, আহত, টুকরো, মোমবাতি, চিঠি।